5-12-52

এস, বি, প্রোডাকসন্সের
নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

শুভদা

প্রযোজনায় : শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্য : নিতাই ভট্টাচার্য

পরিচালনা :

নীরেন লাহিড়ী

সুর-যোজনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রায়ণে : যতীন দাস। শব্দানুলেখনে : শচীন চক্রবর্তী। গীত-রচনায় : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিত্র-সম্পাদনায় : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশে : গোপী সেন। রূপ-সজ্জায় : অক্ষয় দাস, সেখ ইন্দু ও রামচন্দ্র। যন্ত্র-সঙ্গীতারোপে : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল। প্রচার-সজ্জা পরিবেশনে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস, আর্টিস্টস্ সার্কেল, কলাবিদ্ ও প্রচারণী।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে : উদয় সিং ও অজিত মুখোপাধ্যায়

সহযোগিতায় :

পরিচালনায় : মাধু সেন, সুনীল বন্দ্যো:, রমেশ সেন। সুর-যোজনায় : উমাপতি শীল। চলচ্চিত্রায়ণে : হরেন বসু। শব্দধারণায় : ইন্দু অধিকারী। চিত্র-সম্পাদনায় : দুলাল দত্ত। আলোক-সম্পাতে : ষষ্ঠী দে, নির্মল বসাক, মদন, রামপদ, কৃষ্ণদাস ও ক্ষুদিরাম। ব্যবস্থাপনায় : মণি দাশগুপ্ত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম-ষ্টুডিওতে গৃহীত। ফিল্ম সার্ভিস-কর্তৃক পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেড

কলিকাতা

কাহিনী

সংসারে ভগবান এমন কতগুলো দুর্বলচিত্ত মানুষকে ঘর করতে পাঠান যাদের দিয়ে কারো কোন উপকার তো হয়ই না পরন্তু তাদের ভুলের মাশুল গুণতে গুণতে আর পাঁচজনেরও দুর্দশার সীমা থাকে না। এই ধরণের মানুষ হারাণ মুখুয্যে। কোনকালে কবে কে জোর করে সংসার করিয়ে দিয়েছিল তাই মাঝে মাঝে এখনো তাকে বাড়ীতে দেখা যায় বটে, নইলে বেশির ভাগ সময়েই দেখা যায় তাকে গাঁজার আড্ডায় কতকগুলো অপদার্থ লোকের সঙ্গে জটলা করছে আর নয়ত কাতুর বাড়ীতে এক হীন পরিবেশের মাঝে। কাতু ওরফে কাত্যায়নী হারাণের রক্ষিতা। আশ্চর্য এই হারাণ মুখুয্যে। গৃহে তার সতীসীমন্তিনী সাধ্বী স্ত্রী শুভদা, ললনা-ছলনা দুই ডাগর মেয়ে, আর ফুট ফুটে ছেলে মাধব। তবু তার এই বাইরের আকর্ষণ কেন? গাঁয়ে নিন্দের হাওয়া ছড়ায়। হারাণ কিন্তু নির্বিকার।

বাড়ীতে সংস্থান নাই। সংসার অচল হয়ে আসে। শুভদার আর দুশ্চিন্তার শেষ নাই। ঘরে অসুস্থ পুত্র মাধব, বিধবা মেয়ে ললনা, বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছলনা আর আছেন বৃদ্ধা ননদ রাসমণি। এতগুলি মানুষের দিনযাপনের ব্যবস্থা নাই, রোগশীর্ণ ছেলের পথ্য নাই! দারিদ্রের এহেন চরমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে শুভদা ঠাকুরকে ডাকে, হে ঠাকুর, নিজের জন্য নয়, কেবল ছেলেমেয়েদের বাঁচাবার জন্যে তোমায় ডাকছি, আমি মা, এর বেশি আমার আর কিছুই চাইনে ঠাকুর।

ঠাকুর বুঝি সাড়া দেন শুভদার ডাকে। গাঁয়ের সদাপাগলা ওরফে সদানন্দ শুভদাকে মা বলতে অজ্ঞান। শুভদা নাকি তার আর জন্মের মা। সদানন্দের কিছু সঙ্গতি আছে আর আছে অদ্ভুত সব খেয়াল। তার জন্যে আক্ষেপ নাই তার একটুও। সে পরের সুখে দুঃখে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই ধন্য। নিজের বাঁধন তার আলগা। তাই নিজের মূল্য সে খুঁজে পেয়েছে তার মায়ের সংসারের এই কটি মানুষের মাঝে। ললনা ছলনাকে সে নিজের মার পেটের বোন বলেই জানে। আর মাধব তার একান্ত স্নেহের ছোট ভাইটি। মায়ের সংসারের দায়-অদায় সে কেউ না বলতেই নিজের উপর চাপিয়ে নিয়েছে। শুভদা ও ললনা অনুযোগ করলে বলে, ললনা আর আমি পিঠজোড়া যমজ ভাইবোন। আর শুভদাকে বলে, তুমি আমার মা-জননী। এর পর তো আর কথা চলেনা। গ্রামে এ নিয়ে অনেক কথা ছড়ায় কিন্তু সে যাক—

হারাণের উচ্ছৃঙ্খলতা থামে না। কাত্যায়নী তাকে নিঃশেষে শুষ্‌ছে। তবু তার চৈতন্য হয়না। বিলাসের উপযোগী অর্থ সংকুলান হয় না তার সামান্য মাইনের টাকা থেকে। অবশেষে তার মনিব—জমিদার ভগবান নন্দীর তিনশ টাকার তহবিল তছরুপ করলে হারাণ। কাঁচা চোর। চুরি হজম হল না। ভগবান নন্দী জেলে দিতে গেল হারাণকে।

জীবনে বুঝি শুভদার দুঃখের আর অন্ত নাই। যতই হোক, হারাণ তার স্বামী। স্বামীর জেল হবে শুনে কোন্ মেয়ে স্থির থাকতে পারে? সদা পাগলা

দুগাছি সোনার বালা দিয়ে বলে, এই দিয়ে হারাণ কাকাকে ছাড়িয়ে আনো মা। বালা দুগাছি নাকি সদানন্দের মা তাকে দিয়ে গেছেন তার বৌ এসে পরবে বলে। পাগল সদানন্দ হাসে আর বলে, আমার আবার বিয়ে, পাগলকে কে মেয়ে দেবে বলতো মা? একরকম জোর করেই গছিয়ে দেয় সে বালা দুগাছি শুভদার হাতে।

উপায় নাই। শুভদাকে যেতেই হবে আসন্ন কলংকের হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে। গভীর দুর্যোগের রাতে সে চলে ভগবান নন্দীর বাড়ীর দিকে। দূরে পিছনে পিছনে পথ আগলে চলে পাগলা সদানন্দ। মায়ের রক্ষী সে।

জেল হলনা বটে হারাণের, কিন্তু চাকরী গেল। গেল মান সম্মান সব কিছুই। সংসারে কষ্ট আরও বাড়লো। অর্দ্ধাহার, অনাহারে তিল তিল করে শুকোতে থাকে পরিবারের কটি নির্দ্দোষ প্রাণী। আয় বলতে কিছুই নাই। ব্যয় আছে সংসারে। ভরসা বলতে একমাত্র সদানন্দ, সে ত বুক দিয়ে করছে। তবু পুরুষ মানুষ নিজের পরিবার পুষতে পারে না এটা কি কম লজ্জার কথা। নিজের প্রতি ধিক্কার আসে হারাণের। সে মানুষের মতো বাঁচবার চেষ্টা করে। চাকরী খোঁজে। কিন্তু চোরকে কে চাকরী দেবে? হয় না চাকরী, ছদ্মবেশে হারাণ ভিক্ষা করে বেড়ায়। দিনের শেষে সেই ভিক্ষান্ন এনে বলে, চাল কিনে আনলুম।

সবই বুঝতে পারে শুভদা। কিন্তু উপায় কি? সদানন্দ গেছে কাশীতে তার পিসিমাকে রাখতে। কবে যে সে আসবে তার কিছু ঠিক নাই। তার দেওয়া সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে গেছে এর মাঝে। এবার ঘটি-বাটি বন্ধক দেবার পালা।

তাও করতে হবে। মাধবকে বাঁচাতে হবে যে। সে মা। সে কি ভাবতে পারে যে তার চোখের সামনে অনাহারে মাধব নিঃশেষ হয়ে যাবে!

ভাই-অন্তপ্রাণ ললনার বুক ফেটে যায় এ দৃশ্যে। কেউ কি কোথাও নেই এ মরু সংসারে যে রক্ষা করতে পারবে এই কটি অবলা প্রাণীর প্রাণ? ভাবনার কোন সূত্র সে পায়না। বাল্য সাথী সারদাকে ডেকে সে বলে, ছলনাকে তুমি বিয়ে করো। সারদা বলে, কেন? ললনা বলে—ছলনা তাহলে খেতে পরতে পাবে। আমাদের সঙ্গে শুকিয়ে সে তা'হলে মরবে না।

বড়লোকের ছেলে সারদা। পিতার দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। সবই বোঝে ললনা। কেবলমাত্র ক্ষুধার জ্বালা থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল সে বোনকে। তাও সে পারল না। তার জীবনের আর মূল্য কি তবে? গভীর নিশীথে গঙ্গার জলে সব জ্বালা জুড়াবে বলে সে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু মরণ এত সহজে তো তার কাছে ধরা দিল না। তার ডুবন্ত দেহখানাকে মাঝগঙ্গা থেকে উদ্ধার করে আনলো নারায়ণপুরের তরুণ জমিদার সুরেন চৌধুরী। কিন্তু এ বাঁচায় তার লাভ কি হল? মা ভাইবোনের কাছে, গাঁয়ের লোকের কাছে সে তো মরে গেছে! আর সদানন্দের কাছে? তার কাছেও বোধ হয়। মিথ্যা পরিচয় দিল সে সুরেন চৌধুরীর কাছে। তার নাম মালতী।

গ্রামে ফিরে এসেছে সদানন্দ। পিসিমা তার কাশীপ্রাপ্তা হয়েছেন। তাই তার আর ভাবনা নাই। সে এখন তার আর জন্মের মায়ের সেবাতেই নিজেকে

পুরোপুরি উৎসর্গ করেছে। বোন ললনা নাই। কিন্তু ললনার স্মৃতি তার মানস পটে মণির মতই উজ্জ্বল হয়ে আছে। ললনার প্রতিটি কথা প্রতিটি ইচ্ছা আদরিণী বোনের আবদারের মতোই এখনো তাকে রাখতে হয়। ললনা তো মরেনি। সে বেঁচে আছে জীবন্ত হয়ে সদানন্দের হৃদয়ে। ছলনার বিয়ে দিল সে সারদার সঙ্গে। হাজার টাকা পাওনার লোভে সব আপত্তি ভেসে গেল সারদার বাপ হরমোহনের।

কিন্তু বাঁচানো গেল না মাধুকে। তার দিদি তাকে বলে গেছে সে তাকে নিতে আসবে মরণপারের দেশ থেকে। সে দেশে নাকি কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। সুন্দর সেই দেশ। সেই দেশে গেছে তার দিদি। ছোট্ট প্রাণ। আশা তার অনেক। বিশ্বাস তার বড়। এ সংসারে কে কাকে আশ্বাস দেয়। তাই সে অবুঝ বালক একদিন চলে গেল তার দিদির খোঁজে।

পাগলা সদানন্দ একদিন ললনাকে বলেছিল, ভালবাসা বিনিসুতোর মালা। সেই কথাটাই বুঝি সত্য হ'ল আজ মালতীর জীবনে। বিরাট ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের মাঝে জমিদার সুরেন চৌধুরীকে সে দেখতে পেল এক নিতান্ত অসহায় মানুষরূপে—যে মানুষ ভালবাসতে চায়, ভালবাসার হাতে নিজেকে রিক্ত করে সঁপে দিতে চায়। কিন্তু বালবিধবা ললনা তো মরে গেছে। আছে মালতী, মালতী নারী। সে যে পারে না সুরেন্দ্রকে ফেলে দিতে। ললনাকে সবাই চিনেছিল। এবার মালতাকে চিনুক। জীবন-সত্য জয়মণ্ডিত হোক।

সুরেন্দ্র পাকা জমিদার। জমিদারী আদবকায়দায় একজন সত্যকার অভিজাত।

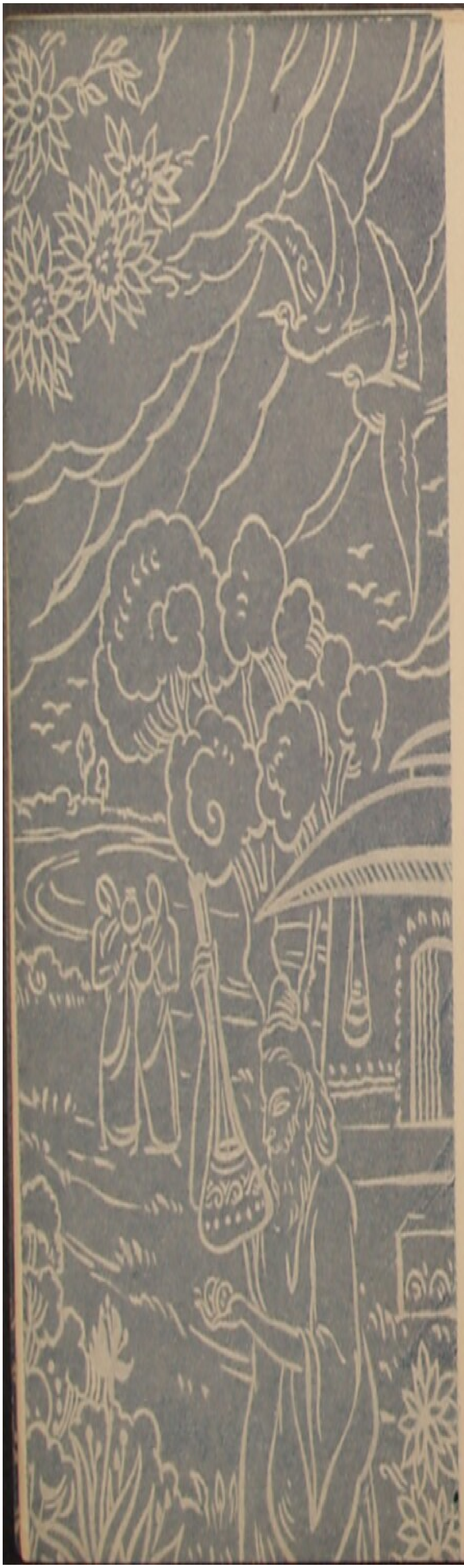

ইতিমধ্যে মালতীর সব খবর সে নিয়ে ফেলেছে। জেনেছে মালতী ললনা ছাড়া আর কেউ নয়। বিবাহের আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।

শুভদার কাছে টাকা আসে। নারায়ণপুরের কে মালতী দেবী পাঠিয়েছেন। আজ আর টাকা দিয়ে কি হবে। মাধু গেছে, ললনা গেছে, স্বামী থেকেও নাই। আর তো টাকার প্রয়োজন নাই। জীবনের শেষ অঙ্কে ভাগ্যদেবতার আবার একি পরিহাস? সদানন্দ গেল নারায়ণপুরের খোঁজ নিতে।

সদানন্দের কাছে বাড়ীর খবর পেয়ে মালতী ললনা হয়ে যায়। তার মা-ভাই-বোন-বাবা—আবার যেন সব তার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রের সঙ্গে চলে সে হলুদপুর—তার মহাতীর্থে। মাধু তাকে ডাকছে। উপবাসশীর্ণা মা হয়ত আজ শেষ দশায় এসে পৌঁচেছেন—আর বাবা? কে জানে তিনি কোথায়? কি দৃশ্যের আবরণ উন্মোচিত হবে সেখানে তা কে জানে।

— গান —

— এক —

আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে, কাঁদে ফুল ফল,
রাজকন্যে ভানুমতির দুই চোখে ঐ জল।
ভানুমতির ভাঙা ঘরে, নাইরে আসন খান,
নাই আলতা কাজল-লতা, রূপোর বাটায় পান।
চোখের জলও শুকিয়ে গেছে, হায় রে অভিশাপ,
রাখবে না আর জীবন কন্যা, দেয় যে জলে ঝাঁপ।
মেঘ কাঁদে আর মাটি কাঁদে, কাঁদে নদীর ঢেউ,
রাজকন্যের দুঃখ তবু বুঝলো নাতো কেউ।
এমন সময় এল সেথায় সে এক রাজার ছেলে,
নীল কমল এক যায় যে ভেসে দেখে নয়ন মেলে
কাছে এসে দেখলে শেষে, অবাক চোখে চেয়ে
কমল তো নয় হায়রে এযে ফুটফুটে এক মেয়ে।
বৃক্ষ হাসে লতা হাসে, হাসে পশু পাখী
রাজকন্যের আঁখিতে ওই কুমার মেলায় আঁখি।
চন্দ্র হাসে, সূরয হাসে, তারাও দেখে হাসে,
ভানুমতি যায় চলে ওই চির সুখের দেশে।

— দুই —

বিদায় পৃথিবী শেষ কথা বলে যাই,
তোমারই ধূলিতে নিজেরে হারাতে চাই।
চলে যাই আর শেষ কথা বলে যাই—
চিরছলনার খেলায়—
পিছু ডাক কেন বিদায় নেবার বেলায়
তোমার পরাণে করুণাতো কিছু নাই।

এবারে আমি যে শেষ খেয়া দেব পাড়ি
হাওয়া-ভরা পাল তুলে।
যদি এপারের মায়া হাতছানি দিয়ে ডাকে
চাহিবো না তবু ভুলে।
কিছুই তো নাই দেবার
লেনা-দেনা সব করেছি যে শেষ এবার
হায়রে ভাগ্য ক্ষতিরই হিসাব পাই
তোমার পরাণে করুণাতো কিছু নাই।

— তিন —

আমি জানি না, জানি না, জানি না,
ঐ যাদু ভরা কালো চোখে কি মায়া দোলে,
তার স্বপ্নের ইসারায় পরাণ ভোলে।
খুশী হবো আরো কিছু কাছে এলে গো,
আর খুশী হতে পারি মন পেলে গো—
শুধু দূর হতে দেখা দিয়ে যাও যে চলে,
কেন জানি না, জানি না, জানি না।
কেন যে এই দোলা লাগে জানি না তো হায়,
চোখে চোখে চেয়ে শুধু মেটে না তৃষা
মন আরো কিছু চায়।
যত কথা সুর হয়ে বাজে মরমে
সহজে বলিতে কেন বাধে সরমে।
সবই যেন বলে যাও কিছু না ব'লে
কেন জানি না, জানি না, জানি না।

— চার —

শেষের প্রহরে তুমি এলে,
ওগো কোথায় ঠিকানা বল পেলে।
ভাঙ্গা এ বাসর ঘিরে,
প্রদীপ নিভল ধীরে—
কেমনে দেব গো তারে মেলে।

পাণ্ডুর চাঁদ ঐ কহিল হেসে,
মায়ায় ভোলাতে বুঝি এলে গো শেষে!
মালা যে রয়েছে ঝ'রে
বাঁধিব কেমন করে, (বল)
যাবে কি আমারে একা ফেলে?

— পাঁচ —

"মেহদী কী রঙ্গে জলে যায়
স্বরয তলে ন যাইয়ো ন যাইয়ো।"

বাণী-চিত্রে সন্নিবেশিত গানগুলি
"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" এবং কলম্বিয়া
রেকর্ডে বাহির হইয়াছে।

যে কোন গ্রামফোন ডিলার্স এর
নিকট পাইবেন।

"HIS MASTER'S VOICE"
The Hallmark of Quality
Columbia

• চরিত্র-চিত্রণে •

শুভদা	…	সুনন্দা দেবী	হারাণ	…	ছবি বিশ্বাস
ললনা	…	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়	সদানন্দ	…	পাহাড়ী সান্যাল
জয়াবতী	…	মঞ্জু দে	সুরেন চৌধুরী	…	বীরেন চট্টোপাধ্যায়
কাত্যায়নী	…	স্বাগতা চক্রবর্তী	সারদা	…	সমীর মজুমদার
রাসমণি	…	তারা ভাদুড়ী	ভগবান নন্দী	…	জয়নারায়ণ

ছলনা	…	শিখারাণী
মাধব	…	মাস্টার টোটন

— তৎসহঃ —

তুলসী চক্রবর্তী, মনোরমা (বড়), মনোরমা (ছোট), রমেন বসু, সুভাষ সিংহ প্রভৃতি—

এস, বি, প্রডাকসন্স-এর আগামী নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

হরিলক্ষ্মী

গঠনপথে

পরিচালনায় • অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক :—শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স লিমিটেড।

এস্-বি-প্রোডাকসন্স-এর প্রচার-বিভাগ হইতে প্রচার-সচিব শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আর্টিস্টস্ সার্কেল কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত। ব্লক ও মুদ্রণ—ক্যালকাটা জব প্রেস—৫০।২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা।

মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
৭৮/বি অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০